একক ৭ ☐ অঙ্গার

পর্যায় ৩ একক ৭

৭.০ প্রস্তাবনা

৭.১ উৎপল দত্তের জীবনকথা

৭.২ অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনি

৭.৩ অঙ্গার নাটকের অভিনয়

৭.৪ অঙ্গার নাটকের নামকরণ

৭.৫ অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য

৭.৬ অঙ্গার নাটকের চরিত্র

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ প্রস্তাবনা

উৎপল দত্ত আমাদের হাজার বছর ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির জগতে চেতনা বা দার্শনিকতার এক বৈপ্লবিক উত্তরণ। রাজনৈতিক থিয়েটারের অন্বেষণে তাঁর অক্লান্ত পথচলা। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে নির্দেশক, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা এবং শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলন বা গণবিপ্লব প্রায়ই হয়েছে তাঁর নাটকের বিষয়। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে গভীর নিবিড় পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনদর্শন। মার্কসবাদের বিকাশশীল চিন্তাধারার স্তর বিন্যাসকে বোঝার পাশাপাশি সাহিত্য শিল্প নাট্যাভিনয় নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। ফলে জীবিতকালেই তিনি এক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলিতে অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল, তীর-এর মত বিখ্যাত রাজনৈতিক নাট্যগুলি রচিত ও প্রযোজিত হয়। বাংলা থিয়েটারে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

৭.১ উৎপল দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে মার্চ উৎপল দত্তের জন্ম, যদিও তাঁর শৈশবের শহর শিলং-কেই তিনি নিজের জন্মস্থান বলতে পছন্দ করতেন। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মাতা শৈলবালার আট সন্তানের (পাঁচ ভাই, তিন বোন) মধ্যে উৎপল ছিলেন ষষ্ঠ।

শিলং-এর সেন্ট এডমণ্ড স্কুলে শৈশবে তাঁর শিক্ষা শুরু। পরে দশ বছর বয়সে কলকাতার বালিগঞ্জে বসবাস উপলক্ষ্যে ভর্তি হন সেন্ট লরেন্স স্কুলে। শেষে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে এবং তারপরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানেই নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয় এবং এখান থেকেই শুরু হয় নাটক ও মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গে নিবিড় আগ্রহ ও অধ্যয়ন।

সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময়ই বন্ধু প্রতাপ রায় ও সতীর্থ ইহুদি বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন কলকাতার অন্যতম ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের দল—দি অ্যামেচার শেকসপীরিয়ান্‌স্। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রথম অভিনয় শেকসপীয়রের "রিচার্ড দ্য থার্ড"। এ সময়েই শেকসপীয়ারানা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির জেফ্রি কেণ্ডাল তাঁর পেশাদার দলে যোগদানের জন্য উৎপলকে আহ্বান জানান। সেই দলে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের অ্যান্টোনিও চরিত্রে তাঁর পেশাদার মঞ্চাভিনয় শুরু। ইতিমধ্যে নিজের দল নাম পরিবর্তন করে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে পরিচিত হয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসুর ছবি 'মাইকেল মধুসূদন'-এর নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এবছরই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে বিজয়োৎসবের নাটকে অংশগ্রহণ করেন এবং সলিল চৌধুরী ও নিরঞ্জন সেনের আগ্রহে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর নিজের উপলব্ধি "গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল।"

১৯৫২-তে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে দেন, নতুন করে লিটল থিয়েটার গ্রুপের (LTG) নাটক অভিনয়ের আয়োজন করতে থাকেন। ১৯৫৮-তে উৎপল দত্তের প্রথম নাটক 'ছায়ানট' রচিত হয়। LTG-র দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে 'ওথেলো' ও 'ছায়ানট' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫৯-এর ৩রা জুলাই LTG মিনার্ভা মঞ্চের লীজ নেয় এবং উৎপল দত্তের নাট্য নির্মিতি ও প্রযোজনা এখানে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

এই পর্বেই রচিত হয় 'অঙ্গার' এবং ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অঙ্গারের প্রথম প্রদর্শনী বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। 'অঙ্গার' পপুলার লাইব্রেরি কর্তৃক ঐ বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০-এর ২৯শে মে 'অঙ্গারে'-র শততম রজনী পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে অভিনেত্রী শোভা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৬১-র ৩০শে এপ্রিল ৩০০ রজনীতে অঙ্গার নাটকের শেষ প্রদর্শন হয়, যদিও ১৯৬২-তে আবার মিনার্ভা মঞ্চে 'অঙ্গার' প্রদর্শিত হ'তে থাকে। বড়াধেমো কয়লাখনির ভয়ঙ্কর জল প্লাবনে শ্রমিকের মৃত্যুর কাহিনিভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের নাটক 'অঙ্গার' পেশাদারি মঞ্চের সমস্ত শর্তকে ভেঙে দিয়ে সাফল্যের নয়া ইতিহাস তৈরী করেছিল এবং মিনার্ভা থিয়েটার ও উৎপল দত্তকে দিয়েছিল খ্যাতি, যশ ও প্রতিষ্ঠা। 'অঙ্গার' মঞ্চস্থ করার সময় উৎপল দত্তকে কয়েকটি বিষয় ভাবতে হয়েছিল। পেশাদারি তথা ব্যবসায়িক মঞ্চের প্রধান শর্তগুলিকে মনে রেখে তাঁকে এগোতে হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে চারটি অভিনয়কালে কিভাবে দর্শক আকর্ষণ করে হল ভরাতে হবে সেকথা তিনি মাথায় রেখেছিলেন। তাই শ্রমিক আন্দোলনের মার্কসীয় তত্ত্ব ভাবনার সঙ্গে মঞ্চে কয়লাখনিতে আগুন লাগা বা জনপ্লাবনের চমকপ্রদ দৃশ্যকে মিশিয়ে তিনি পেশাদারির মঞ্চে আনতে চেয়েছিলেন এক পরিবর্তন এবং সর্বাংশে সার্থক হয়েছিলেন।

৭.২ অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনি

'অঙ্গার' নাটকের পটভূমি রাণিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারির ধূসর পৃথিবী। চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুরিয়া, কোলব্রুক কোলিয়ারিতে একের পর এক যে ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে—তারই প্রতিরূপ অঙ্গার নাটকে পরিবেশিত। কয়লাখনির শ্রমিকরা নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে, আর কয়লাখনিরই তলার জলে তাদের ডুবিয়ে দেবার 'দুর্ঘটনা'র ছক এঁকেছে মালিকপক্ষ। বড়াধেমো কয়লাখনির এই ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করার জন্যে উৎপল দত্ত বড়ধেমো কয়লাখনি অঞ্চল ঘুরে দেখে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সমকালীন জীবন থেকে তুলে আনা ঘটনাকে নাট্যিক উপকরণ হিসাবে সার্থক ব্যবহার করলেন উৎপল দত্ত। শিল্পের শর্তে জীবনকে ব্যবহার করা শিল্পীরই দায় ও দায়িত্ব। দায়বদ্ধ শিল্পী তা-ই করেন। একেবারে সাম্প্রতিককালে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে (২০০৪) প্রদর্শিত হয়েছে চিলির ছবি Sub-Terra (বা সুড়ঙ্গ), সেখানেও কয়লাখনির শ্রমিকদের দুঃসহ জীবন ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস উঠে এসেছে। 'অঙ্গার' নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে খনি অঞ্চলের 'শেলডন কোলিয়ারি'-কে ঘিরে। এই

কয়লাখনির শ্রমিক কর্মচারীদের প্রচলিত ব্যারাকের মত বাসগৃহকে নাট্যকার বলেছেন—"সারবন্দী সৈনিকের মত বৈশিষ্ট্যহীন, ক্লান্ত বৃদ্ধ"।

এই বাসগৃহের একটিতে থাকে "বিনু", তার মা ও বোনকে নিয়ে। বিনু কয়লাখনির শটফায়ারার। 'বিনু'-কে এ নাটকের নায়ক বলা যেতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে মজুরশ্রেণিই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। দীননাথ ও হাফিজের মত শটফায়ারার এবং আরিফ, মোস্তাক, দয়াল, জয়মুদ্দির মত মালকাটারা সবাই মিলে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে আবার 'কালোহীরে' তোলার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের গান গায়। টাইমকীপার যজ্ঞেশ্বরের মেয়ে 'রূপা'-র পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার—"একটি স্বপ্ন দেখা মেয়ে"। বিনু আর রূপার মিলিত স্বপ্ন কিংবা মা ও বোন সুমিকে নিয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটুকরো বাগানঘেরা খড়ের চালের বাড়ি তৈরির জন্য বিনুর স্বপ্ন শেষপর্যন্ত অধরা থেকে যায়।

খনিতে বিস্ফোরণ ঘটলে মালিকপক্ষ সেটাকে সামান্য বলে এড়িয়ে যেতে চায়। দীননাথ এবং তার সহকারী কালু সিং-এর মৃত্যু হয়, কারণ বিনা ল্যাম্পে খনিতে তাদের শট ফায়ারিং করতে পাঠানো হয়েছিল যেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় খনি হয়েছিল বারুদের গাদার মত বিপজ্জনক। নিজেদের অন্যায় ঢাকতে দেহ দুটিকে সরিয়ে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে তাদের মুখকে ভারী অস্ত্র দিয়ে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সনাক্ত না করা গেলে ক্ষতিপূরণ দেবার দায়ও কোম্পানি এড়াতে পারবে। নিয়মমাফিক এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং অ্যাডভোকেট দুর্গাদাস সাহার সওয়ালে সত্য উদ্‌ঘাটিত হলেও তাকে কৌশলে চাপা দিয়ে কোম্পানি বেকসুর নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আইনের প্রহসনও এই দৃশ্যে প্রকাশ করেন নাট্যকার। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মিনার্ভায় অভিনয়কালে এই বিচার দৃশ্যটি বর্জিত হয়েছিল।

এরপরে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ইউনিয়ন "দীনু মুখুজ্যের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই" বলে দেওয়ালে পোস্টার লাগায় এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে এগোয়। ইতিমধ্যে খনির ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে উঠলে শ্রমিকরা আন্দোলন করে এবং যতক্ষণ না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ ঐ মরণফাঁদে কেউ পা দেবে না বলে কাজ বন্ধ করে। কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং মজুরির অভাবে শ্রমিকদের সংসারে নেমে আসে নিদারুণ দারিদ্র্য। ইউনিয়নের সম্পাদক কুদরৎ নানাভাবে অভাবী মজুরদের সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে কোম্পানির পক্ষ থেকে অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ দত্ত সুবাদার মহাবীরকে নিয়ে শ্রমিকদের কাছে এক প্রস্তাব দেয়। জানায় যে গ্যাসের রিডিং-এর রিপোর্টে বলছে গ্যাস জমে নেই। তাই কোম্পানি চায় একজন শট ফায়ারার ও এক গ্যাং মালাকাটা যেন খনির নীচে যায়। তাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে স্পেশ্যাল বোনাস দেওয়া হবে, স্ট্রাইক চলার সময়ের পুরো পাওনাও দেওয়া হবে। মজুররা রাজি হয় না, তাদের ধারণা লোকসানের জন্য অস্থির হয়ে কোম্পানি কিছু লোককে জীবন্ত কবর দেবার ব্যবস্থা করেছে। শেষপর্যন্ত সুবাদার মহাবীর সিং নিজে শ্রমিকদের সঙ্গে খনির নীচে যেতে চায়—খনিগর্ভ যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এটা বোঝাতেই তার এই প্রস্তাব। কোম্পানির চক্রান্ত হতে পারে জেনেও অভাবী শ্রমিকের দল খনিগর্ভে নামার প্রস্তাবে রাজী হয়। স্থির হয় শট ফায়ারার হিসেবে বিনু যাবে এবং সঙ্গে থাকবে জয়নুল, সনাতন, আরিফ, মোস্তাক, হরিদাস ও রমজান। শ্রমিকের দল খনিতে নামার আগে ঘোষিত টাকা চাইতে গেলে মহাবীর বলে আগে টাকা দেবার হুকুম নেই, তবে না ফিরলে শ্রমিকদের পরিবারের হাতে সে টাকা তুলে দেওয়া হবে। শ্রমিকরা মালিকপক্ষের দেওয়া কাগজে সই করে, কেউ কেউ টিপছাপ দেয়। এমন সময় খবর আসে ইউনিয়নের নেতা কুদরৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তখনই শ্রমিকপক্ষ দুভাগ হয়ে যায়। বিনু, হাফিজ, জলু, খাদে না নামার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আরিফ, হরি, মোস্তাক, জয়নুল টাকার লোভে ইউনিয়নের শর্ত ভুলে খাদে নামতে চায়। বিনু স্থির করে খাদে নামবে না। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার মা অধীর হয়ে বিনুকে আক্রমণ করেন—এতগুলো টাকা হাতের কাছে এসেও পাওয়া যাবে না। মার সঙ্গে বিনুর ভুল বোঝাবুঝি হয়। শেষপর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনু খাদে নামতে বাধ্য হয়। মাকে প্রণাম করে সই করা কনট্র্যাক্ট-এর

কাগজ মার হাতে দিয়ে বিনু খাদে চলে যায়। কাহিনির পরিণতি ঘনিয়ে আসে অনিবার্য ট্র্যাজেডির ইশারা নিয়ে। বিনুরা নীচে নামার পর সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, সাইরেন বেজে ওঠে। সমবেত মানুষজনের সংলাপে বোঝা যায় খনির নীচে গ্যাস জমেছিল। স্বয়ং ম্যানেজার বলেন যে উদ্ধারকারী দলকে নীচে পাঠানো অর্থহীন। কারণ মনে হয় কেউ-ই বেঁচে নেই। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিরে রাখা হয়েছে। একপাশে বড়কর্তারা জটলা করছে, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায় মানুষ বিনুর মা, রূপা, সুমি, রুকমি, হরিদাসের বউ জলু, হাফিজ, জয়নুলের বৃদ্ধা মা, গফুর—অপেক্ষা করে আছে। রেসকিউ টিম এক একটি মৃতদেহ তুলে আনছে আর কান্না, চিৎকারে ভারী হয়ে উঠছে বাতাস। শেষকালে কোম্পানি স্থির করে বারুদ ফাটিয়ে রাস্তা করবে তাই জল ছেড়ে দেয়। বন্যাধারায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় খাদকে। অপেক্ষামান মানুষরা বুঝতে পারে মালিকপক্ষ খনিগর্ভে জল ছাড়ছে—ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় তারা পাগল হয়ে ওঠে ; অন্যদিকে খনির ম্যানেজার মিঃ ওয়েবষ্টার নিশ্চিন্ত গলায় ঘোষণা করেন—"Fine Works. Thank you, sir, the whole mine will be flooded in fifteen minutes."

ষড়যন্ত্র করে অসহায় শ্রমিকদের খাদে পাঠিয়ে খনিগর্ভ জলমগ্ন করে কোম্পানি তাদের নির্বিচারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শেষ দৃশ্যে গভীর অন্ধকারে ঢাকা খাদ-অভ্যন্তরে দেখা যায় প্রাণপণে রাস্তা খুঁজছে সাতটি প্রাণী। পাথর কেটে এগোতে চায় তারা, কিন্তু বিষবাষ্পে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে খাদের অভ্যন্তর। খাদের নীচের মানুষগুলি বুঝতে পারে খনির মুখ ওপর থেকে 'সীল' করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাতাসও বেশি নেই। গাঁইতি দিয়ে রাস্তা কাটা যাচ্ছে না বলে বিনু বারুদ ফাটাবার কথা চিন্তা করে। তাদের মাথার বারোহাজার ফুট ওপরে মাটি, গাছপালা, বাড়িঘর কেমন যেন ঘোরলাগা স্বপ্নের মত মনে হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এরা খাদের মারণ ফাঁদে আটকেও ব্যাঞ্জো বাজায়, গান করে, তাস খেলে। আশা ও আশ্বাসে বলে তারা—বড়াধেমো কয়লাখনিতে খাদের তলায় ১৯ দিন পর্যন্ত মানুষ বেঁচেছিল। তারাও বাঁচবে। তাদের আশা যে মালিকপক্ষ জল ছাড়বে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের আশঙ্কা সত্যি হয়। টপটপ করে জলের ফোঁটার আওয়াজ আসতে থাকে, সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতি ফোঁটার শব্দ যেন প্রতিধ্বনিসহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

ইতিমধ্যে মহাবীর মালিকপক্ষের লোক হয়েও বুঝে গেছে যে এদের সঙ্গে সে-ও কোম্পানির ষড়যন্ত্রের শিকার। সাহেবের ওপর অবিচলিত ভক্তি হারিয়ে সে বলে ওঠে, "সাহেবও আমাকে ঠকিয়েছে।"

মহাপ্রলয়ের সামনে এসে তারা কাগজে চিঠি লিখে রেখে যেতে চায়—সবাই নিজ নিজ প্রিয়জনকে শেষ কথা নিবেদন করে যায়। তাদের মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপত্রে ধ্বনিত হয় আশা আর স্বপ্নের বেদনামধুর সুর। হিন্দু, মুসলমান শ্রমিকরা খনিগর্ভে একটিমাত্র পরিচয়ে যেন বেঁচে ওঠে—সে পরিচয় নিপীড়িত শোষিত মানুষের পরিচয় কয়লাখনির অন্ধকারই তাদের জীবন-আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। কালো হীরের মতই তাদের আত্মার অমলিন জ্যোতি-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা ভালোবাসার কথা বলে। জলের তোড়ে ভেসে যাবার আগের মুহূর্তে সনাতন অন্যদের নিয়ে গান ধরে—"এ আল্লা, দয়া নি করিবা আল্লা রে"। আর বিনু সর্বগ্রাসী বন্যায় ভেসে যাবার আগে চীৎকার করে ওঠে—"মা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা।"

৭.৩ অঙ্গার নাটকের অভিনয়

অঙ্গার নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯। নাটক ও পরিচালনা—উৎপল

দত্ত। সুর—পণ্ডিত রবিশঙ্কর। লোকসঙ্গীত—নির্মল চৌধুরী। দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন নির্মল গুহরায় এবং উপদেষ্টা—তাপস সেন, উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিলেন গফুর চরিত্রে। বিনুর মা শোভা সেন এবং বিনু শ্যামল সেন। প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পী নিয়ে অঙ্গার মিনার্ভা মঞ্চে তিনশত রজনীর অধিককাল অভিনীত হয়েছে। এর আঙ্গিক ও দৃশ্য সজ্জার চমকপ্রদ বহিরঙ্গ রূপের পাশাপাশি অন্তরঙ্গ বেদনার ট্র্যাজেডি ও গণআন্দোলনের স্বরূপ দর্শকচক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

৭.৪ অঙ্গার নাটকের নামকরণ

নামকরণ শিল্পের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণই নাট্যবস্তুর স্মারক যার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাট্যঅবয়ব আলোকিত হয়ে ওঠে। সচেতন সাহিত্যিক নামকরণের তারে সমগ্র কাহিনির সুরকে বেঁধে রাখেন। এরই ফলে ঘটে সাহিত্য সৃষ্টির অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটন।

উপন্যাস বা নাটক-সর্বক্ষেত্রেই চরিত্রভিত্তিক নামকরণ বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। প্রাচীন গ্রীক নাট্য থেকে শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডি কিংবা প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অথবা বাংলা নাট্য সাহিত্য—সর্বত্রই প্রধান চরিত্রের নামবাহী নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে এর সঙ্গে সমস্যাকেন্দ্রিক, ভাববাহী, অঞ্চল নির্ভর, রূপকাশ্রয়ী ও সংকেতধর্মী নামকরণ দেখা গেছে।

আধুনিককালে যখন ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির জায়গায় গোষ্ঠীর ট্র্যাজেডি বা গণসাহিত্যের প্রসার দেখা গেল, তখন স্বভাবতই এক নায়কত্ব থেকে সরে এসে কাহিনি গোষ্ঠী বা জনচেতনার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল এবং নামকরণেও পড়লো তার অনিবার্য ছায়া। পাঠকের মনে পড়তে পারে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে ১৮৬০ সালে দেখা দিয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক যা নামকরণেও এক বিশেষ আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছিল। গ্রামীণ মানুষের সংঘবদ্ধ চেতনার রূপধৃত আরও একটি নাটক নায়ক চিহ্নিত না হয়ে 'নবান্ন' নামকরণে খুঁজে পেয়েছিল ঈপ্সিত ব্যঞ্জনা।

আধুনিককালের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত তাঁর যুগোপযোগী রাজনীতি সচেতন ও জীবনানুগ বাস্তব নাট্যসমূহের নামকরণে এই ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, মেঘ, রাইফেল, সীমান্ত, ঘুম নেই, কল্লোল, তীর—এই শ্রেণির নামকরণের নিদর্শন—যার মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা, পরিবেশ ও রসপরিণাম পেয়েছে প্রত্যাশিত ব্যঞ্জনা।

'অঙ্গার' পি. এল. টি.-র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, মঞ্চ সফল নাট্যগুলির অন্যতম। বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে নবদিগন্ত সৃষ্টিকারী 'অঙ্গার' বাস্তব পরিবেশে অনবদ্য শৈল্পিক রূপায়ণ।

উৎপল দত্ত কেবল নট ও নাট্যকারই নন, তিনি নাট্য পরিচালক প্রযোজক, নাট্যশিক্ষক ও রঙ্গামঞ্চ অধিকর্তা; এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের তিনি উত্তরসূরী। নাট্যশিক্ষার সঙ্গে মঞ্চ সাফল্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ এবং খুব সঙ্গতভাবেই টিকিট ঘরের আনুকূল্যের দিকেও তাঁকে দৃষ্টি দিতে হত। ফলে নতুন বিষয় ও অভিনব আঙ্গিক দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছে—অবশ্যই শিল্পের শর্ত মনে রেখে।

এ সবেরই পরিণতি ১৯৫৯-এ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয়। পেশাদারী নাট্যশালায় শ্রমিক আন্দোলনকে আনলেন প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে। আবার চমকপ্রদ দৃশ্যসম্ভভার এলো যার দ্বারা দর্শক তৃপ্তি পায়। বিস্মিত চমকে মুগ্ধ হয়। কয়লাখনির এই দুই শর্তই পূরণ করতে পারবে এই আশায় বড়াধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে রইল তাঁর বিবেকী দায়বদ্ধতা জীবনের কাছে, জনগণের কাছে। তাই কয়লাখনির শ্রমিকরা উঠে এল মঞ্চে, আবার তাদের জলের তলায় ডুবিয়ে দেবার শোষক মালিক শ্রেণির

ষড়যন্ত্রকেও তুলে ধরলেন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য সেসময় কয়লাখনি কেলেঙ্কারীর চেয়ে প্রাসঙ্গিক আর কিছুই হতে পারতো না।

এই প্রসঙ্গ পরিবেশ ও শিল্পের দায়বদ্ধতা থেকে 'অঙ্গার' নাটকের জন্ম। কয়লাখনির ভিতর ও বাহিরমহল নিয়ে রচিত এই নাটকের প্রথম নাম ছিল—কালোহীরে। কয়লার ইংরেজী বিশেষণ Black Diamond-এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ এই শীর্ষনাম স্বয়ং নাট্যকারের দেওয়া এবং এটি অসার্থকও নয়, তবু শেষপর্যন্ত নামটি বদলে যায়। থিয়েটার গ্রুপের সভাপতি চিত্ত চৌধুরী, যাঁকে এ নাটকের মঞ্চ রূপায়ণের প্রধান ঋত্বিক বলে উৎপল দত্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—'অঙ্গার' নামটি তাঁরই দেওয়া। স্বয়ং নাট্যকারের মতে 'অঙ্গার' নামকরণ করে চিত্ত চৌধুরী নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে নাট্যকারের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। নাট্যকারের এই সকৃতজ্ঞ উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে নামকরণের সার্থকতার ইঙ্গিত।

কয়লাখনির ঘটনা নিয়ে রচিত এ নাটকে একক প্রাধান্য তেমনভাবে কোনো চরিত্রকেই দেওয়া হয়নি, যদিও বিনু ও তার মা এসেছে নাটকের কেন্দ্রে। তবু যেহেতু সামগ্রিকভাবে কয়লাখনির সংগ্রামী শ্রমিকরা এ নাটকের কুশীলব তাই একক নামকরণ সঙ্গত কারণেই করা হয়নি। 'কয়লা'-কেই চিহ্নিতকরণ মানসে 'কালোহীরে' নামকরণ হয়েছিল। অর্থাৎ হীরের মতই মূল্যবান এক আকরিক সম্পদকে তার পারিপার্শ্বিক পটভূমিসহ তুলে ধরা হয়েছিল। এর মজুরদের কালিমাখা চেহারার পিচনে অনমনীয় ঔজ্জ্বল্যকে 'হীরে' বিশেষণে ভূষিত করে অন্যতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করা হয়েছিল। তবু মনে হয় 'কালো হীরে' নামটি একান্তভাবে বাচ্যার্থকে নির্দেশ করতো। কালোহীরে কয়লার প্রতিশব্দমাত্র। অঙ্গার সেখানে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠেছে। 'অঙ্গার' শব্দটির মধ্যে হীরকদ্যুতি নেই বটে, কিন্তু অন্তরস্থিত আগুনের আভাস আছে। কৃষ্ণবর্ণ এই আকরিক রত্ন যে তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে দাহিকা শক্তি, সম্ভাবিত করে রেখেছে আগুনের উত্তাপ ও শিক্ষা—এই গূঢ় অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতনায় নামকরণটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কয়লাখনির বিষয় হিসেবেও 'অঙ্গার' নামকরণটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে উপকরণধর্মী নামকরণ হয়ে উঠেছে। আবার এই আপাত দৃশ্যমান বহিরঙ্গ নামকরণের অন্তরালে নাটকের চরিত্রগুলির অন্তর্লোকও আভাসিত ও আলোকিত হয়ে উঠেছে।

চরিত্রগুলি সকলেই যেন জীবনের সংগ্রামী উত্তাপে দগ্ধ হয়ে যাওয়া অঙ্গার। যারা কয়লা তোলে তারা কয়লারই মত ভেতরে জাগিয়ে রেখেছে দহনের সম্ভাবনা। নিজেদের দগ্ধ করেই তারা জীবনের রসদ সংগ্রহ করছে; নিজেদের শেষ করে জীবনের উত্তাপকে ধরে রাখছে। তাই প্রাণ ধর্মে তারা অঙ্গার। আবার বাইরের কালো রূপের আড়ালে তাদের অগ্নিগর্ভ হৃদয় যন্ত্রণাও এই নামকরণে আভাসিত। শেষপর্যন্ত কয়লাখনির গহ্বরে নিজেদের নিঃশেষ করে তারা যে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে গেল, অগ্নিগর্ভ অক্ষরে জীবনের লিপি লিখে গেল—তাতেই 'অঙ্গার' নামকরণ তাৎপর্যমণ্ডিত ও সার্থক হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি শোষিত নিপীড়িত শ্রমিক যেন অঙ্গার—জ্বলে ওঠাই তাদের নিয়তি। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে উঠে তারা ছাই হয়ে যায়—শুধু সেই অগ্নিগর্ভ উত্তাপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহ বহ্নি রূপে। এখানেই নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

৭.৫ অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য

উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটক ছিল ব্যবসায়িক থিয়েটারের শর্তের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এই নাটকের মাধ্যমেই নির্দেশক, অভিনেতার পাশাপাশি শুরু হলো নাট্যকার উৎপল দত্তের লেখনী স্রোত। 'অঙ্গার' নাটকের ইতিহাস সবার জানা; বড়াধেমো কোলিয়ারি জলধারায় প্লাবিত হলে সেই ঘটনার অনুবৃত্তিকারী শ্রমিক আশ্রিত নাটক অঙ্গার রচিত হয় এবং পেশাদারি মঞ্চের শর্তকে ভেঙে নতুন বিজয় বৈজয়ন্তীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল পেশাদার মিনার্ভা এবং উৎপল দত্তকে।

কিন্তু 'অঙ্গার' নাটক লেখবার সময় এই প্রোপ্রাইটার নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়েছিল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কথা। এই সংকটের সমস্যাকে একেবারে ভিন্নপথে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি বিস্ময়করভাবে পেশাদার মঞ্চকে ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক মতবাদ গঠনের ও প্রচারের ভূমি হিসাবে।

এজন্য তাঁকে আঙ্গিক প্রাধান্যের দিকে নজর রাখতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে তুলে ধরতে চাইলেন। তাঁর নিজের মতে spectacular production করতে চেয়েছিলেন, যাতে দর্শকের চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যায়, চমক দেওয়া যায়। তখন কয়লাখনির বিষয়টি তাঁর মাথায় আসে। কয়লাখনির শ্রমিকরা তখন নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। আর অন্যপক্ষে কয়লাখনির তলার জলে তাদেরই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালিকপক্ষের কারসাজিতে। সেই সঙ্গে কয়লাখনিতে আগুন লাগার মত ঘটনাকেও হাতিয়ার করা গেল।

এরই চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য পরিকল্পনায়। স্বভাবতই এ দৃশ্যে আঙ্গিকের প্রাধান্য ছিল চমকপ্রদ, সংলাপ ছিল আবেগ ও উত্তেজনাদীপ্ত। শ্রমিকের প্রতিবাদ জলকল্লোলে চাপা পড়ে গেলেও তার আর্তনাদের রেশ, নিরুপায় জীবনতৃষ্ণা দর্শকদের বিমোহিত ও অভিভূত করেছিল। ট্র্যাজিক পরিণতির সঙ্গে চরিত্রের ক্ষোভ মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা একান্ত বাস্তব।

কোনও পেশাদারি মঞ্চে মার্কসবাদী চেতনায় শ্রমিকশ্রেণীকে এভাবে ব্যবহার ও তার জীবনযাপন উপস্থাপনার যে প্রচেষ্টা এই নাটকে উৎপল দত্ত দেখিয়েছিলেন তা এর আগে কখনও বাংলা মঞ্চে দেখা যায়নি। তাদের বৈভবহীন জীবনের নগ্ন ছবিকে তুলে ধরা যেন মঞ্চমায়ার কাছে এক চ্যালেঞ্জ এবং সেই পথ ধরেই মালিক শ্রমিকের অসম লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত শ্রমিককে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়, যা আসলে হত্যারই নামান্তর।

পাঠকের মনে আসতে পারে সুবোধ ঘোষের অসামান্য গল্প 'ফসিলে'-র কথা; দু'য়েরই পরিণতি এক।

উৎপল দত্ত সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধ এক বিবেকী নাট্যকার, যিনি শিল্পের কাছেও দায়বদ্ধ। তাই 'অঙ্গার' বাস্তবকে স্বীকার করেই শেষ হয় জলবন্দী শ্রমিকদের আর্তনাদে। এই নিষ্ঠুর সত্য বাস্তবকে তুলে ধরলেও নাট্যকারের আদর্শবাদ হয়তো যন্ত্রণা দগ্ধ হয়। তাই এক স্মৃতিকথায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে অঙ্গারের প্রান্তিক দৃশ্য সম্পর্কে তাঁর মনের বেদনাকে প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে 'অঙ্গার' নাটককে আমার অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। যে নাটক ডুবন্ত মজুরদের আর্তনাদে শেষ হয়, তার রচনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারলে আজ বড় আনন্দিত হতাম।"

—এই উক্তি এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের বেদনাদীর্ণ চিত্তের দহনকে তুলে ধরে ঠিকই কিন্তু দর্শক ও নাট্যপাঠক এ নাটককে পরাজিত মানুষের আর্তনাদেই শেষ বলে মেনে নেন না। তাঁরা উপলব্ধি করেন এক বিবেকী সৎ নাট্যকারের ভাবনা ও আন্তরপ্রেরণাকে। ঘটনাকে যথাযথ দেখিয়েছেন নাট্যকার, কিন্তু তাই বলে শ্রমিকের পরাজয়কে তিনি বড় করে দেখাননি; দেখাতে চেয়েছেন তাদের বাঁচবার অদম্য প্রয়াস ও জীবনাকাঙ্ক্ষাকে। তাই সনাতনের কণ্ঠ শয়তান ঐশ্বর্যলিপসু মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, মোস্তাক মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বলে "গান ধরো"। তারা গায় জীবনের গান মৃত্যুর প্রান্তে এসে—তা' হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ী উচ্চারণ। বিনু বলে 'আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম মা'। তার স্বপ্নের উচ্চারণ জলের ঢেউ-এ ভেসে গেলেও মৃত্যু উত্তীর্ণ অনুভবে দর্শককে অভিভূত করে। এই আর্তনাদে নাটক বহিরঙ্গে শেষ হলেও আসলে উৎপল দত্ত জীবনকেই জয়যুক্ত করতে চান। তাই তাঁর বেদনাদগ্ধ উচ্চারণ মনে রেখেও আমরা বলি এ নাটক মৃত্যুর নয়—জীবনের শপথ। মৃত্যুর কালো আঁধারে জীবনের আগুন।

৭.৬ অঙ্গার নাটকের চরিত্র

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকৃত। নীলদর্পণেই দেখা গিয়েছিল বাংলা নাটকে গোষ্ঠীরর ট্র্যাজেডি। আধুনিক জনমুখী চেতনা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রাথমিক রূপাভাসও মিলেছিল তাতে। তাই প্রথাগত নায়ক চরিত্রের চেয়ে সাধুচরণ, রাইচরণ, গোপীনাথ, তোরাপ, পদীময়রানী, আদুরী বা রাইয়ত-রা টাইপ চরিত্র হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয়। বিচিত্রমুখী চরিত্রের দেখা মিলেছিল এ নাটকে। পরবর্তীকালে 'নবান্ন' যে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল তার ফলে মঞ্চে দেখা গেল বহু মানুষের মিছিল। একনায়কত্বর পরিবর্তে গণসাহিত্যমুখী চেতনা দেখা গেল।

উৎপল দত্ত রাজনীতিমনস্ক সচেতন নাট্যকার। তিনি 'অঙ্গার' নাটকে কয়লাখনির শ্রমিকদের সামগ্রিক ছবি আঁকলেন। এজন্য তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি; সমকালীন খনি অঞ্চলের দুর্গতি ও দুর্গতজনকে কাছ থেকে দেখেছেন। বড়াধেমো কোলিয়ারীর ঘটনা ও দুর্ঘটনার তথ্য তিনি সেখানে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন। তাই তত্ত্ব কথা নয়, তথ্য ও জীবনের সত্যকে রূপায়িত করতে পেরেছেন।

চরিত্রগুলি কল্পনাশ্রিত নয়; কাল্পনিক যদি বা হয়, তার ভিত্তি বাস্তব। চরিত্রগুলি নাট্যকার উৎপল দত্তের মনোলোকের সৃজন, কিন্তু এগুলি দেশকাল পাত্রাতীত শোষিত মুজরশ্রেণির বাস্তব চিত্রায়ণ। কুশীলবের পরিচয়লিপিতে (প্রথম অভিনয় রজনীর) আছে মোট বিয়াল্লিশ জনের নাম। এদের মধ্যে বিনু, দীননাথ, হাফিজ, গফুর, সনাতন, আরিফ, রমজান, মোস্তাক, জয়নুদ্দি, জলু, কুদরৎ, দয়াল, মহাবীর প্রত্যেকের ভূমিকা বিশিষ্ট। বিনুকে প্রধান চরিত্র বলা গেলেও এদের অপ্রধান বলা যাবে না। প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত এদের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

নারী চরিত্রের মধ্যে বিনুর মা, সুমনা, রূপা, রুকমির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

বিনু এ নাটকের প্রধান চরিত্র। তার মা ও বোন সুমনা এবং প্রেমিকা রূপাকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন, আশা ও বঞ্চনা। বিনু একেবারে অশিক্ষিত নয়—সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তাই কোলিয়ারীর হিসেবে সে 'লিটারেট', 'শটফায়ারার' থেকে সর্দার, ওভারম্যান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। বিনুর মার আশা, ম্যাট্রিক পাশ বিনু হয়তো অফিসের কাজ পেতে পারতো। তখনই দীননাথ বলেছে—"কেরানী হয়ে কলম পিষে নস্যি নিয়ে ষাট বছরে আড়াইশ টাকা পাবে—সেটাই চাই? আমার এতদিনের ট্রেনিংটা বৃথা নষ্ট করবে?"

শটফায়ারিং সর্দার দীননাথ মুখুজ্যে স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে এ নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র। মাত্র প্রথম দৃশ্যে সে এসেছে—বিনুকে সে শটফায়ারিং-এর ট্রেনিং দিচ্ছে। বিনোদ বা বিনুর পরিবারের সঙ্গে দীননাথের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মিথেন গ্যাস জমা খনির অভ্যন্তরে ৩১ নভেম্বরে শটফায়ারিং চলার সময় বিস্ফোরণে দীনুর মৃত্যু ঘটে। তার মৃতদেহকে খনি গহ্বর থেকে সরিয়ে কোলিয়ারী থেকে দূরের রাস্তায় ফেলে আসা হয় এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও অব্যবস্থাকে ধামাচাপা দেবার জন্য এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত কমিশন বসে। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দীনু সমস্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে যায়। প্রথম দৃশ্যে দীনুর মৃত্যু থেকে শেষ দৃশ্যে খনিগর্ভে বিনু-সহ সাতজনের মৃত্যু যেন এক সূত্রে বাঁধা। কোম্পানির মুনাফার বিনিময়ে শ্রমিকশ্রেণি এভাবেই চিরকাল প্রাণ দিয়েছে। নিজেদের প্রাণের উত্তাপ নিয়ে এরাই যেন খনিগর্ভের কালোহীরে। মালিকপক্ষের অন্যায় অত্যাচারে দগ্ধপ্রাণ আলোককণাই তো অঙ্গার।

বিনুর মুখ দিয়ে নাট্যকার উচ্চারণ করিয়েছে, "কয়লা যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি-পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হল পোড়া কালো কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নি সম্ভাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ"

কয়লার মত সংগ্রামের আগুনে পোড়া মানুষগুলোই 'অঙ্গার' নাটকের শ্রমিক দল। এই সংগ্রামের উত্তাপ লেগেছে নারীচরিত্রসমূহেও। বিনুর মা এ নাটকের প্রধান চরিত্র। শ্রমিকের মা হিসেবে তার সাধ অতি সামান্যই—শুশুনিয়া পাহাড়ে ধারে একটুকরো জমিতে খড় ছাওয়া একখানি মাটির ঘর, যেখানে তুলসীতলায় রোজ প্রদীপ জ্বলবে।

সেই সামান্য সাধও অপূর্ণ থেকে যায়।

এই ছোট্ট স্বপ্নই খাদের তলায় জলমগ্ন হবার মুখে বিনুকে আকুল করে তোলে। প্রথম দৃশ্যের এই স্বপ্নমাখা সংলাপই শেষ দৃশ্যে আকুল হাহাকারে উচ্চারিত হয়; বেদনার বৃত্ত হয় সম্পূর্ণ। রূপা, সুমি ও রুকমি ছোট চরিত্র হয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। রুকমিকে ঘিরে আরিফ আর রমজানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে বন্ধুত্বের বাঁধনে শেষ হয়।

পঞ্চম দৃশ্যে খনিতে সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। চোখে পড়ে পিট হেডের বিধ্বস্ত দৃশ্য। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিরে রাখা। একপাশে বড়কর্তারা জটলা করছেন, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায় প্রাণী—বিনুর মা, রূপা, সুমি, রুকমি, হাফিজ, গফুর, জয়নুলের বৃদ্ধা মা, মোস্তাকের বুড়ো বাবা, জলু। এদেরই প্রিয়জনেরা নীচে চাপা পড়েছে। উৎকণ্ঠিত অসহায় মানুষগুলির টুকরো সংলাপে, উদ্বিগ্ন আচরণে, কখনো বা এলোমেলো কথায় ফুটে ওঠে তাদের মানসক্রান্তি। তারা বুঝতেও পারে না তাদের চোখের সামনে তাদের একান্ত জনদের জীবন্ত কবরস্থ করার ব্যবস্থা করছে শেলডন কোম্পানি। তার পরিবর্তে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে একটুকরো কাগজ—সাতশো টাকা, জীবনের দাম। তারই বিরুদ্ধে ধিক্কার গর্জে ওঠে রুকমির সংলাপে—"দু'টুকরো কাগজ দু'টো জীবনের দাম। জ্যান্ত মানুষগুলোকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। ওদের টাকায় থুথু দিই আমি"

মিছিলের মুখে এই কথাই যেন শোষক মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চকিত শ্লোগান হয়ে জেগে থাকে। তাই ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদে নয়—মালিকপক্ষের প্রতি ধিক্কৃত ঘৃণার সংলাপেই 'অঙ্গার' হয়ে দাঁড়ায় সর্বকালের প্রতিবাদী এক নাটক।

৭.৭ অনুশীলনী

১। অঙ্গার কোন শ্রেণির নাটক?

২। অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনী আলোচনা করুন।

৩। অঙ্গার নাটকের নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।

৪। অঙ্গার নাটকের প্রধান চরিত্র কে বা কারা? উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৫। নাটকটির প্রান্তিক দৃশ্যের নাট্যসঙ্গতি বিচার করুন।

৬। অঙ্গার-এর নাট্যপ্রকৃতি ও তার মঞ্চরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য কতটা তা বিচার করুন।

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। The Story of the Calcutta Theatres, 1753-1980 : Sushil Kumar Mukherjee.

২। Towards a Revolutionary Theatre : Utpal Dutta.

৩। চায়ের ধোঁয়া : উৎপল দত্ত।

৪। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস : অজিত কুমার ঘোষ।

৫। নবান্ন থেকে লালদুর্গ : শোভা সেন।